স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক বিতর্ক।

কোন এক ইন্টারভিউতে এক প্রার্থীকে তার পিতা জীবিত কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রার্থীর উত্তর ছিল, তিনি জীবিতও আবার মৃতও। প্রশ্নকর্তা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন একই ব্যক্তি একই সময় জীবিত ও মৃত থাকেন কি ভাবে? উত্তরে প্রার্থী জানালেন পিতার সংজ্ঞার উপর তার জীবিত ও মৃত নির্ভরশীল। মায়ের স্বামী যদি পিতা হন, তবে তিনি জীবিত। কিন্তু ঔরসজাতককে যদি পিতা বলা হয়, তবে তিনি মৃত।

অন্য আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি। অঙ্ক শাস্ত্রের ক্যালকুলাস অনুযায়ী শূণ্য (Zero) বলে কোন সংখ্যা নাই। সব সংখ্যাই শূণ্যের দিকে ধাবিত, কিন্তু শূণ্যতে পরিণত হোতে পারে না। তবে শূণ্য ছাড়া নয়ের উর্ধে সংখ্যা গোনা সম্ভব নয়। তাই দেখা যাচ্ছে অস্তিত্বহীন শূণ্য দাপটের সাথেই বিজ্ঞানে বিদ্যমান।

পাঠকেরা প্রশ্ন করতে পারেন, পিতার সংজ্ঞা ও শূণ্যের অনাস্তিত্বের সাথে স্রষ্টার অনাস্তিত্ব/অস্তিত্বের সম্পর্ক কি? সম্পর্কটা হলো বিষয়গুলির সংজ্ঞা জানতে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে হবে এবং বিষয়টিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সম্পর্কহীন বা বিচ্ছন্ন ভাবে দেখবো, না সামগ্রিক ভাবে বিষয়টি আবলোকন করবো তা নির্ধারন করা। কোন কোন বস্তুর অংশ পূর্ণ বস্তুকে প্রতিনিধিত্ব করে না। যেমন কোন পুস্তকের কয়েকটি পৃষ্ঠা পূর্ণ পুস্তককে প্রতিনিধিত্ব করে না বা চেয়ারের কোন অংশ দ্বারা পূর্ণ চেয়ারকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তাই কোন বিষয়কে জানতে বা বুঝতে হলে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পূর্ণ অংশকে বিবেচনায় নিতে হবে। আস্তিকতা বা নাস্তিকতা হলো অবিচ্ছদ্য মানুষের বিশ্বাসের দু'টি পর্যায়, যেমন চুম্বকের দুই মেরু বা আলো-আধার। এদের একক অবস্থান সম্ভব নয়। তাছাড়া বিশ্বাসকে বুঝতে বা জানতে হলে মানুষ, পরিবার, সমাজ ও সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত এবং বিশ্লেষণ করতে হবে, অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না, কারণ মানুষ ও বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য।

মস্তিষ্কের ক্রিয়া হলো চিন্তা, যার একাংশ হলো ভাব এবং অন্য অংশ হলো বস্তুবাদী যুক্তি। উভয়ই মানুষের চিন্তা জগতে সমান্তরাল ভাবে বিদ্যমান। বিশ্বাস হলো ভাবের ফসল। মস্তিষ্ক হলো বস্তু। তাই বস্তুর গতি-প্রকৃতির উপর বিশ্বাস নির্ভরশীল। প্রকৃতির নিয়ম নীতির দ্বারা বস্তু পরিচালিত। দ্বন্দ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুণাগুণ, যার প্রভাবে প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, ফলে বস্তুবাদী যুক্তি, ভাব বা বিশ্বাসও পরিবর্তনশীল। অঙ্ক কষতে যেমন ফর্মুলার প্রয়োজন হয়, তেমনি পরিবর্তনশীল বস্তুর উপর নির্ভরশীল বর্ণিত বিষয়গুলির গতি-প্রকৃতি বুঝতে বা বিশ্লেষণ করতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) পদ্ধতির বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে হবে।

বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যেমন দু'টি অক্ষের প্রয়োজন হয়, তেমনি মহাবিশ্বে গতিশীল বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য টাইম (Time) ও স্পেস (Space) নামের দুই অক্ষের প্রয়োজন হয়। পরস্পরের উপর দন্ডায়মান অক্ষ দু'টি আবার এক বিন্দুতে মিলিত হয়, যাকে শূণ্য অবস্থান হিসাবে গণ্য করা হয়। টাইম ও স্পেসের শূণ্য এই আদি অবস্থানকে বস্তুর উৎস এনার্জি হিসাবে পদার্থ বিদ্যায় গণ্য করা হয়, যার সংজ্ঞা থার্মোডিনামিসের প্রথম সূত্র কনজারভেশন অব এনার্জি অনুযায়ী, এনার্জি বস্তু সৃষ্টির উৎস, যা তৈয়ার বা ধ্বংস করা যায় না, রূপান্তর করা যায়। শূণ্যের আদি এই অবস্থানকে ভাববাদ স্রষ্টা হিসাবে গণ্য করে সংজ্ঞায়িত

করেছে, স্রষ্টা স্বয়ম্ভূ, সর্বত্র বিরাজমান, সব কিছুর স্রষ্টা, ধ্বংসকারী ও পালনকারী এক মহাশক্তি। ভাববাদের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত "সব কিছু" শব্দ দু'টি ছাড়া উভয় চিন্তাধারার সংজ্ঞায় আর কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আলোচ্য শব্দ দু'টির সাথে টাইম ও স্পেস যুক্ত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আপেক্ষিক সূত্র, যা পদার্থ বিদ্যার আপেক্ষিক তত্ত্বে সমর্থিত, অনুযায়ী টাইম ও স্পেসকে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ সৃষ্টির শুরু আছে। আবার যার আরম্ভ আছে, তার শেষ আছে। কিন্তু টাইম ও স্পেসের আরম্ভ ও শেষ নাই, উভয়ই সীমাহীন। অতএব ভাববাদে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা সব কিছু সৃষ্টি করেন নাই। তাই প্রার্থীর পিতার জীবিত ও মৃত থাকাটা যেমন সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল ছিল, তেমনি স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনাস্তিত্বও বর্ণিত সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। তবে অস্তিত্বহীন শূণ্য (Zero) যেমন বিজ্ঞানে বিদ্যমান, তেমনি ভাববাদে সংজ্ঞায়িত সব কিছুর স্রষ্টা মানুষের মনে বিদ্যমান। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার অবস্থানের কারণ জানতে বা বুঝতে হলে নরবিজ্ঞান, অর্থ্যাৎ পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার উপর জ্ঞান আবশ্যক। বিচ্ছিন্ন ভাবে আস্তিক বা নাস্তিকের আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না।

রাসায়ন শাস্ত্র অনুযায়ী আসক্তির কারনে কোন কোন মৌলিক পদার্থ পরস্পর ক্রিয়া করে। কিন্তু আকর্ষণহীন পদার্থ পরস্পর ক্রিয়া করে না। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় (Interaction) স্বতঃঅনুঘটিত (Autocatalystic) প্রাকৃতিক রীতিতে উৎপন্ন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তথ্য অতিবাহিত করার পদ্ধতিকে জীবন আরম্ভের সূতা বলা হয়, যার বৈজ্ঞানিক নাম ডিএনএ (DNA)। What is life? A set of peculiar molecules? A metabolism or transformation of matter? A medium of energy? It's evolution and selection of information? জীবন সৃষ্টির রহস্য জানতে হলে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাজগত (Cosmos) এর বিবর্তন বিষয় জ্ঞান আবশ্যক, যা টাইম, স্পেস ও এনার্জির উপর নির্ভরশীল।

জ্যোতির্বস্তুবিদ্যা (Astro-physics) অনুযায়ী ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে স্পেসে ভাসমান হাইড্রোজেন ও হেলিয়াম মেঘ সৃষ্টির মাধ্যমে মহাবিশ্ব তার যাত্রা শুরু করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিলুপ্তির করণে আলোচ্য মেঘ অসংখ্য তারায় পরিণত হয়। হাইড্রোজেন ও হেলিয়ামকে বর্ণিত ঐ তারাগুলি জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সহ অধিক ওজনবিশিষ্ট বিভিন্ন উপাদানে রূপান্তর করে। কোন কোন তারার বিস্ফোরণে আলোচ্য উপাদানগুলি তারামন্ডলান্তর্গত জায়গায় (Interstellar space) ফিরে এসে পানি, কার্বন-মনক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এর অনু গঠনের মাধ্যমে নতুন মেঘ সৃষ্টি করে। আলোচ্য এই নূতন মেঘের বিলুপ্তি ঘটিয়ে নূতন প্রজন্মের তারা ও সৌরজগতের সৃষ্টি হয়। প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে জীবন সংরক্ষনের লক্ষ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ডিএনএর উদ্ভব ঘটে। প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে প্রানরাসায়নিক বিবর্তনে এক কোষ বিশিষ্ট অনুজীব (Micro-organism) এর উদ্ভব ঘটে। অনুজীব প্রায় ১.০ বিলিয়ন বছর পূর্বে পানি থেকে অক্সিজেন বিমুক্ত করার প্রক্রিয়া আয়ত্ত এবং বহু কোষ বিশিষ্ট দেহ গঠন আরম্ভ করে। বর্তমান কালের মত গাছ-গাছড়া ও প্রানীর বিবর্তন আরম্ভ হয় প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে, যা ডারউইন বিবর্তন তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত। আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তরল পানি, পুষ্টিকর পদার্থ ও এনার্জি উৎসের সহায়ক সৌরজগতের গ্রহ জীবন আরম্ভের পূর্ব শর্ত। দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ (Natural phenomena) সমূহের যৌথ আশ্রায় জীবন সৃষ্টি হয়েছে।

বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের Trial and error পদ্ধতির মাধ্যমে জীন (Gene) সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে, যাকে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (Intelligent design) হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, প্রান-

রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবন সৃষ্টির অনুঘটক। আলোচ্য এই অনুঘটকই ভাববাদে সংজ্ঞায়িত কল্পিত ঈশ্বর, আল্লাহ বা গড। তাই ধর্ম গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত এবং সংজ্ঞায়িত সৃষ্টিকর্তার অনাস্তিত্ব যেমন সত্য, কনজারভেশন অব এনার্জিতে সংজ্ঞায়িত এনার্জি নামের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব তেমনি সত্য।

সেতারা হাশেম ০৫/০৬/০৫